গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-০৩.৭০৩.০১৪.০০.০০.১৩৩৫.২০১৬-৬৪৯ তারিখঃ০৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'সবার জন্য বাসসস্থান' নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রথম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্রঃ ১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৩০/০৫/২০১৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণী নং- ০৩.০৭৩.০৪৬.০৩.০০.০০২.২০১৬-১৮৭, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৬ খ্রিঃ।
২। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পত্র নং- ০৩.৭০১.০২৯.০০.০০.১১৫৫.২০১৫-৭৭৩, তারিখঃ ২৫/১০/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে "সবার জন্য বাসস্থান" নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় ০৯ নং ক্রমিকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ-

"পুনর্বাসিতদের ঋণের সাথে আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণও দিতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান রিসোর্স দিয়েই প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউপি চেয়ারম্যানদের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ চাহিদা (পছন্দ/আগ্রহ ক্রমানুসারে ৩ টি বিষয়) সংগ্রহ করবেন এবং উপজেলায় অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবেন। গুচ্ছগ্রাম, ঘরে ফেরা, গৃহায়ন তহবিল ও আশ্রয়ণ প্রকল্প তাদের দ্বারা পুনর্বাসিতদেরকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করবে। প্রশিক্ষণের বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন চালু করতে হবে। এ বিষয়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা (বিএমইটি) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণকে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।"

০২। উল্লেখ্য যে, সূত্রে বর্ণিত ০২ নং পত্রে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে তাঁর আওতাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত উপকারভোগীদের ৫০ জনের দলে সংগঠিত করে ০১ দিনের রিফ্রেসার্স ট্রেনিং এর আয়োজন করতে ইতোমধ্যে অনুরোধ করা হয়েছে।

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, তাঁর জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে "সবার জন্য বাসস্থান" নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সভার উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৫ পাতা।

৯/৬/১৭

মোঃ জহিরুল হক
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ৯১২৪১০০

বিতরণঃ

জেলা প্রশাসক

........................................ (সকল)।

অনুলিপিঃ

০১। মুখ্য সচিব/সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

০২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ঢাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'সবার জন্য বাসস্থান' নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রথম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | **মোঃ আবুল কালাম আজাদ**<br>প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব |
| সভার স্থান | ঃ | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষ (২য় তলা) |
| সভার তারিখ | ঃ | ৩০/০৫/২০১৬ (বিকাল: ৩.০০ ঘটিকা) |
| সভার উপস্থিতি | ঃ | পরিশিষ্ট 'ক' |

সভাপতি সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে 'সবার জন্য বাসস্থান' কর্মসূচির সমন্বয়ক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করতে অনুরোধ করেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে ২ লক্ষ ৮০ হাজার গৃহহীনের গৃহ নির্মাণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এলক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২,১০,০০০টি পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে গৃহায়ন তহবিলের আওতায় ২০,০০০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হবে।

০২। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ বলেন যে, ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে সারাদেশে গৃহহীনদের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত তালিকা চূড়ান্ত করে পর্যায়ক্রমে গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এছাড়া ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলাকে পাইলট হিসেবে গ্রহণ করে শতভাগ গৃহহীনমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উপজেলাসমূহ হতে বাছাইকৃত পরিবারের তালিকা পাওয়া গেছে। ইতোপূর্বে প্রেরিত তালিকা হতে বর্তমান তালিকায় বেশী সংখ্যক পরিবার দেখানো হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন যে, গৃহহীনের সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় সংখ্যা কম-বেশী হচ্ছে বলে মনে হয়। তিনি ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করে গৃহহীনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করত: তৎপ্রেক্ষিতে পরিবার নির্বাচনের নির্দেশনা দেন। এ লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করারও নির্দেশনা দেন।

০৩। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২, জানান যে, কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল মৌজায় বহুতল ভবনে ৪৪০৯টি পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। এলক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বহুতল ভবনের প্রাক্কলন সভায় উপস্থাপন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত জানুয়ারি/২০১৪ সালের রেইট সিডিউলে ৩ ধরনের দরে প্রাক্কলন প্রণয়নের নির্দেশনা আছে। সর্বোচ্চ ধাপে প্রাক্কলন করায় পরিবার প্রতি ব্যয় ২০ লক্ষ টাকা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রতি বর্গফুট খরচ জানতে চান। এতে দেখা যায় যে, প্রতি বর্গফুটে যে খরচ (প্রায় ৫০০০/-টাকা) হবে তা ঢাকা শহরে আধুনিক ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুটের বিক্রয়মূল্যের সমান। প্রাইভেট আবাসন কোম্পানী অন্যের জমিতে ২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করে ১টি জমির মালিককে প্রদান করে এবং ১টি বিক্রি করে থাকে। কাজেই বিক্রয়মূল্যে অর্ধেকের চেয়েও কম নির্মাণ ব্যয় হয়ে থাকে। কারণ আবাসন কোম্পানী অবশ্যই মুনাফা করে থাকে। তবে সর্বনিম্ন ধাপে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয় তবে পরিবার প্রতি ব্যয় কমবে (প্রায় ৬০% হবে) মর্মে প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ জানান। এ প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন অতিরিক্ত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, খুরুশকুল মৌজায় বহুতল ভবন বরাদ্দের নীতিমালা প্রণয়নে পল্লী জনপদের নীতিমালা পর্যালোচনা করা যেতে পারে ।

০৪। সভাপতি বংশানুক্রমিকভাবে চৌর্যবৃত্তির সাথে জড়িত লোকদের পুনর্বাসনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্পকে দায়িত্ব দেয়ার পরামর্শ দেন। উক্ত মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন করতে পারে।

০৫। প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য বাসস্থান' সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে ৫০,০০০ গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান ডিপিপি অনুসারে ২০২০ সন পর্যন্ত গুচ্ছগ্রামের আওতায় মাত্র ১০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসিত করার কথা। বর্তমান অর্থ বছরে ৮০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভাপতি উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি আশ্রয়ন ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের গৃহনির্মাণে পরিবার প্রতি ব্যয় তুলনাপূর্বক যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসার পরামর্শ দেন। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পটি মূলত জেলা প্রশাসক ও ইউএনওদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় বিধায় প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করতে মুখ্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জেলা প্রশাসকগণ বরাবর উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করেন।

০৬। প্রকল্প পরিচালক 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি জানান যে, ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ বস্তিবাসীকে গ্রামে ফেরানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভাপতি আরও উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ দেন। তিনি জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক সম্ভাব্য পুনর্বাসিতদের তালিকা করার কথা বলেন। এ ছাড়া ঋণের মাত্রা বর্ধিতকরণ, ব্যাপকভাবে প্রচার ও ২টি হটলাইন চালু করার পরামর্শ দেন যাতে সহজেই সেবা পাওয়া সম্ভব হয়।

০৭। উপদেষ্টা গৃহায়ন তহবিল জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০,০০০ গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গৃহায়ন তহবিল এনজিওর মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করে। ১০২টি এনজিওকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এনজিও আহ্বান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ একটা বাছাই কমিটি এনজিও বাছাই করে। তিনি এনজিও নির্বাচন চূড়ান্ত করার পূর্বে গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে গোপনীয় প্রতিবেদন গ্রহণ প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৮। সিদ্ধান্তঃ **সার্বিক বিষয় আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

(১) গৃহহীন পরিবারকে ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে। ক) যাদের জমি বা ঘর কোনটাই নেই খ) যাদের ১-১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু ঘর নেই গ) যাদের (১-১০) শতাংশ জমি আছে এবং ঘর বসবাসের অনুপযোগী ও জরাজীর্ণ। তালিকার 'মন্তব্য' কলামে বর্তমানে কীভাবে বসবাস করে তা উল্লেখ করতে হবে। [বাস্তবায়নে-আশ্রয়ন-২প্রকল্প] done

(২) 'সবার জন্য বাসস্থান' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। [বাস্তবায়নে-আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প]

(৩) ২ সপ্তাহের মধ্যে বহুতল ভবনের স্থাপত্য নক্সা, ভবনের স্ট্রাকচারাল নক্সা এবং বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক প্রাক্কলন চূড়ান্ত করতে হবে। [বাস্তবায়নে-আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প] PE

(৪) আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল মৌজায় বহুতল ভবন বরাদ্দের নীতিমালা পল্লী জনপদের নীতিমালার সাথে মিলিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। [বাস্তবায়নে-আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প] DPE

(৫) বংশানুক্রমিকভাবে চৌর্যবৃত্তির সাথে জড়িত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য তথ্যাদি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে। [বাস্তবায়নে-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক] X

(৬)'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি কয়টি পরিবারকে পুনর্বাসন করবে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে তার জেলা-ভিত্তিক তালিকা এবং ৩০ জুনের মধ্যে উপজেলা ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। [বাস্তবায়নে 'ঘরে ফেরা কর্মসূচি] X

(৭) 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির পরিবার প্রতি ঋণের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করতে হবে। ব্যাপকভাবে প্রচার ও ২টি হটলাইন চালু করতে হবে যাতে সহজেই সেবা পাওয়া যায়। [বাস্তবায়নে-'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি] X

(৮) 'সবার জন্য গৃহ' কর্মসূচির পরবর্তী সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে আমন্ত্রণ জানানো হবে [বাস্তবায়নে-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়]